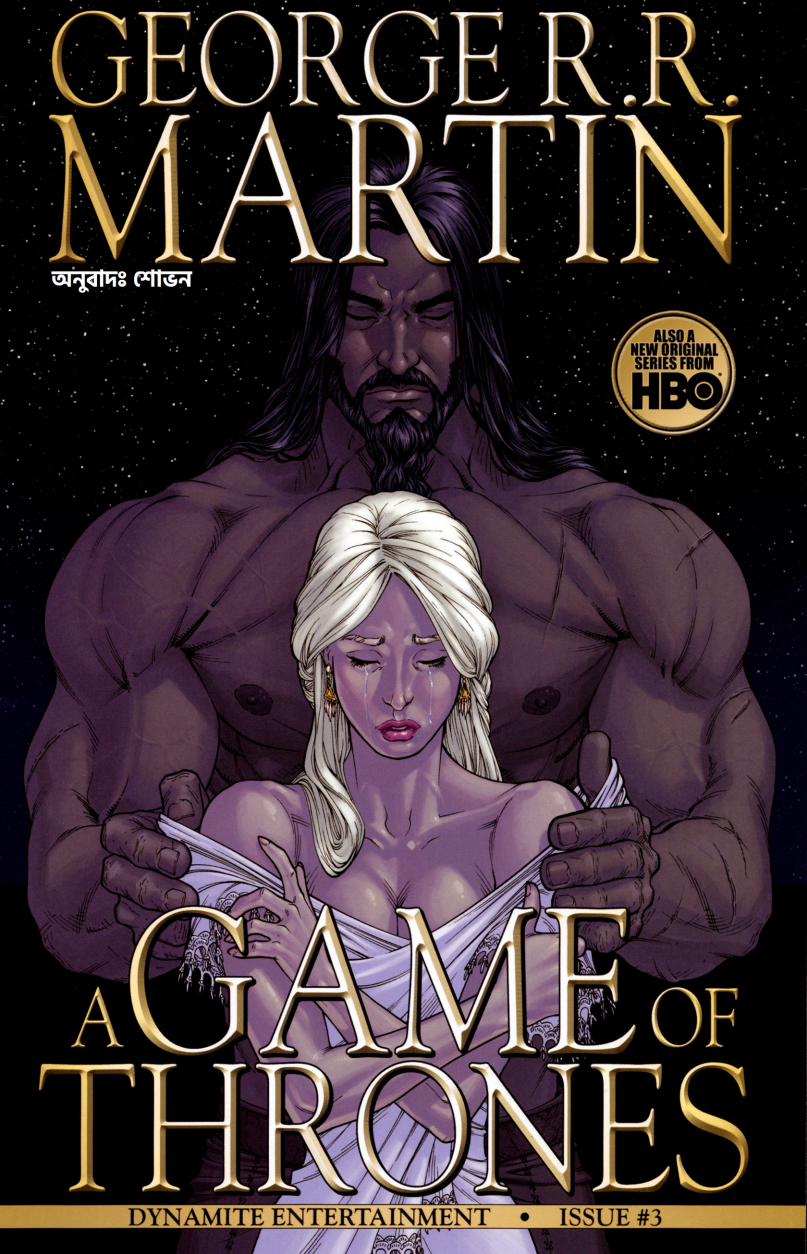

GEORGE R.R. MARTIN
অনুবাদঃ শোভন
ALSO A NEW ORIGINAL SERIES FROM HBO
A GAME OF THRONES
DYNAMITE ENTERTAINMENT • ISSUE #3

A GAME OF THRONES

BOOK ONE OF A SONG OF ICE AND FIRE

Based on the novel by
GEORGE R.R. MARTIN

Adapted by
DANIEL ABRAHAM

Art by
TOMMY PATTERSON

Letters by
MARSHALL DILLON

Colors by
IVAN NUNES

Cover by
MIKE S. MILLER

Series Editors:
ANNE GROELL
TRICIA PASTERNAK

Iron Throne image by TOM HALLMAN

DYNAMITE ENTERTAINMENT

NICK BARRUCCI • PRESIDENT
JUAN COLLADO • CHIEF OPERATING OFFICER
JOSEPH RYBANDT • EDITOR
JOSH JOHNSON • CREATIVE DIRECTOR
RICH YOUNG • DIRECTOR BUSINESS DEVELOPMENT
JASON ULLMEYER • SENIOR DESIGNER
JOSH GREEN • TRAFFIC COORDINATOR
CHRIS CANIANO • PRODUCTION ASSISTANT

FOR MORE ON *A GAME OF THRONES*, VISIT:
WWW.DYNAMITE.NET AND BANTAM-DELL.ATRANDOM.COM

GEORGE R.R. MARTIN'S A GAME OF THRONES, Volume 1, Issue #3. First printing. Published by Dynamite Entertainment, 155 Ninth Avenue, Suite B, Runnemede, NJ 08078.

Copyright © 2011 by George R.R. Martin. Adapted from his novel A GAME OF THRONES, **copyright** © 1996. Dynamite, Dynamite Entertainment and the Dynamite Entertainment colophon are ® and © 2011 DFI. All rights reserved. Dynamite, Dynamite Entertainment & The Dynamite Entertainment logo ® 2011 DFI. All names, characters, events, and locales in this publication are entirely fictional. Any resemblance to actual persons (living or dead), events or places, without satiric intent, is coincidental. No portion of this book may be reproduced by any means (digital or print) without the written permission of Dynamite Entertainment except for review purposes. **Printed in Canada**

For information regarding press, media rights, foreign rights, licensing, promotions, and advertising e-mail: marketing@dynamite.net

আরইয়ার করা সেলাই আবারও আঁকাবাঁকা হলো, আর বরাবরের মতোই সান্সার সেলাই হলো চমৎকার।
যাজিকা মর্গেইন এর মতে সান্সার কাজ তাঁর রুপের মতোই। তাঁর সেলাইর হাত দারুণ।
আর আরইয়ার হাত নাকি কামারের মতো।
যাজিকা আজ রাজকুমারী মির্সেলা'র সাথে বসেছিলেন।
আরইয়া'র কাছে মির্সেলা'র সেলাই দেখেও এবড়োখেবড়ো মনে হলো, কিন্তু যাজিকা উল্টো এর প্রশংসা করে বসলো।
তোমরা কি নিয়ে কথা বলছো?
বলো আমাকে।

আমরা রাজকুমারকে নিয়ে কথা বলছিলাম।
অফ্রি তোমার বোনকে পছন্দ করে। সে ওকে সুন্দরী বলেছে।
সে সানসাকে বিয়ে করবে, আর সানসা হবে সাত রাজ্যের রাণী।
বেথ, বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলা বন্ধ করো।
রাজকুমার অফ্রির সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, বোন? সে অনেক সাহসী, তাইনা?
জন বলে, সে নাকি দেখতে মেয়েদের মতো।
বেচারা জন। ও জানত বলে হিংসে হচ্ছে ওর।
সে আমাদের ভাই।

তোমরা কি নিয়ে কথা বলছো, বাচ্চারা?
আরইয়া, তুমি কাজ করছো না কেন? দেখি তোমার সেলাই।
আরইয়া, আরইয়া, আরইয়া, সেলাইয়ের এমন হাল হলে মোটেও চলবে না।
আরইয়া, ফিরে এসো বলছি। আর এক পা সামনে এগুবে না। রাজকুমারীর সামনে তুমি আমাদের অপমান করছো।
মহামান্য রাজকুমারী, যাবার অনুমতি চাই।
তা, কোথায় যাচ্ছো তুমি?
ঘোড়ার পায়ে নাল পড়াতে হবে আমাকে।

সানসা সবদিক থেকেই সেরা। এটা ঠিক না।
ও সেলাই করতে পারে, নাচতে পারে, গাইতে পারে। ও কবিতাও লিখতে জানে। ও সুন্দরকরে পোশাকও পড়তে পারে।
আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ও সুন্দরী।
সানসা আরইয়া'র চেয়ে দুই বছরের বড়। আরইয়া'র জন্মের সময় হয়তো সব ভালো গুণের অভাব পড়েছিল।
সবাই ওকে ঘোড়ামুখ আরইয়া বলে ডাকতো। ও কাছে এলেই ঘোড়ার ডাক নকল করতো।
কেউ ভালো না বাসলেও *নাইমেরিয়া* ওকে ঠিকই ভালোবাসতো। আরইয়া ওর নেকড়েছানার নাম রেখেছিল রোইন এর যোদ্ধা রাণীর নামে।
এদিকে সানসা ওর নেকড়ের নাম রেখেছিল "লেডি"।
এতক্ষণে যাজিকা মর্ডেইন হয়তো ওর মায়ের কাছে ওর খোঁজে লোক পাঠিয়েছে। মায়ের কাছে গেলে ও ধরা পড়ে যেত।
আরইয়া ধরা পড়তে চায়না।
এসো।

ছেলেরা প্রশিক্ষণে ব্যস্ত ছিল। রব জাফ্রিকে যুদ্ধদক্ষতায় পরাজিত করুক, এটা দেখতে আরইয়া উন্মুখ হয়ে ছিল।
অস্ত্রাগার আর দুর্গকে সংযোগকারী সেতুর উপর একটা জানালা ছিল, যা দিয়ে নুভো উঠোনটা দেখা যায়।
নিচের দৃশ্য দেখার জন্য জায়গাটা দারুণ।
জন?
তুমি উঠোনে যাওনি কেন?
রাজকুমারকে আঘাত করার অনুমতি আমাদের নেই। কেবলমাত্র প্রকৃত সন্তানরাই এর যোগ্য।
তোমার না এখন সেলাই শিখতে থাকার কথা, ছোট্টবোন?
আমি ওদের লড়াই দেখতে চাই।
এখানে এসো তাহলে।

যথেষ্ট!
ভালো লড়েছেন। লিউ, ভনিস, তাঁদের বর্ম খুলতে সাহায্য করো।

রাজকুমার জফ্রি, রব, আপনারা কি আরেক দফা লড়তে চান?
অবশ্যই।

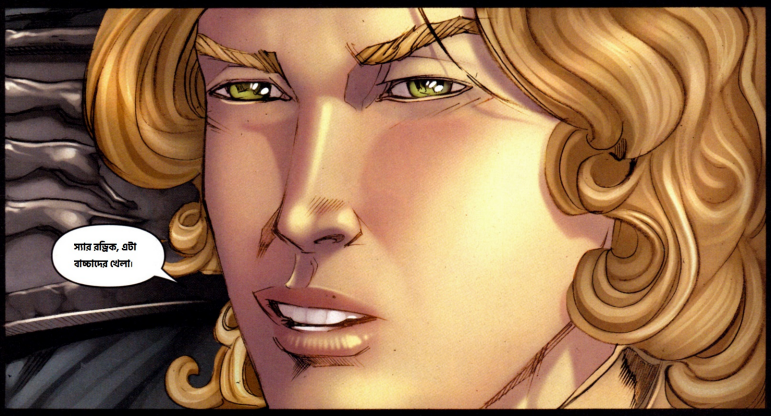
স্যার রন্ড্রিক, এটা বাচ্চাদের খেলা।

আপনারা তো বাচ্চাই।
আমি একজন রাজকুমার। আর এই খেলনা তলোয়ার দিয়ে স্টার্কদের সাথে লড়ে আমি বিরক্ত।
আপনি কি চাইছেন তাহলে?
আসল তলোয়ার।
খুবই বিপদজনক। আমি প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত ধারহীন তলোয়ার ব্যবহারের অনুমোদন দিতে পারি।
ইনি আপনার রাজকুমার। তাঁর তলোয়ারে ধার থাকবে কি না সেটা বলার আপনি কে, স্যার?
আমি উইন্টারফেলের প্রধান অস্ত্র প্রশিক্ষক, ক্লিপেইন। তাঁরা যেদিন যোগ্য হবে, সেদিনই আসল তলোয়ার পাবে।
আমাকে এটা করতে দিন, আমি ওকে হারাবো।
তাহলে প্রতিযোগিতার তলোয়ার দিয়েই পরাজিত করুন।
বয়স হলে আমার সঙ্গে লড়তে এসো স্টার্ক। তুমি তো এখনো বাচ্চা।

এসো টমেন, খেলার সময় শেষ।
ওরা ওখানে বসে বাচ্চাদের খেলা খেলুক।
জফ্রি আসলেই একটা হতচ্ছাড়া।
নাটক শেষ, এবার ভালোয় ভালোয় তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও, ছোট্টবোন।
যত বেশি সময় লুকিয়ে থাকবে, সাজা তত বড় পাবে। পরে তোমাকে দিয়ে শীতকাল জুড়ে সেলাই করাবে।
পরে বসন্তের সময় তোমার লাশের জমে যাওয়া আঙুলের ফাঁকে পাওয়া যাবে একটা সূচ।
আমি সেলাই করা অপছন্দ করি। জঘন্য।
অপছন্দ হলেও অনেকসময় সেটা করতে হয়, ছোট্টবোন।

অনেকদিন পর ব্র্যান বাইরে যাওয়ার একটু সুযোগ পেল। তাঁর বাবা কিছুদিন পরেই রাজার ব্যক্তিগত সহকারী হবেন, আর তাঁরা কিংস্ ল্যান্ডিং এর লাল দুর্গে বসবাস করবে। কোন একদিন ব্র্যান হয়তো নাইট হবে।
চুপ! বসো! নড়বে না! তুমি দেখছি মায়ের চেয়েও বেশি ঝামেলাবাজ।
আউউউউ...
আজ উইন্টারফেলে তাঁর শেষ দিন। আর এটা মনে হতেই ব্র্যানের মনে পড়লো বাবার কথা। তিনি সবার থেকে বিদায় চাইতে বলেছিলেন ওকে। ও সেই চেষ্টা করেছিলও বটে।
আউউউ...
বুড়ি দাদী, বাবুর্চি গেইজ, কামার মিকেন। আস্তাবল দেখভালকারী ছেলে হোডোর, যে কখনো "হোডোর" ছাড়া কোন শব্দ বলেনা। ব্র্যান অবশ্য বিদায় চেয়েই দৌড়ে পালিয়েছে। ও চায়না কেউ ওর চোখের পানি দেখুক।
উইন্টারফেলই তাঁর জানা একমাত্র বাড়ি। ওর মা প্রায়ই বলতো, ব্র্যান নাকি হাঁটার চেয়ে গাছ বা দেয়াল দ্রুত চড়তে পারে। চড়ার জন্য ভাঙা মিনারটা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল।

একসময় এটা উইন্টারফেলের সবচেয়ে উঁচু মিনার ছিল। বাবার জন্মেরও একশো বছর আগে এক বজ্রপাতের ফলে ধরা আগুনে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরপর এর আর সংস্কার করা হয়নি।
এখন পর্যন্ত ব্র্যান আর কাক ছাড়া আর কেউ এর খাঁজকাটা চূড়ায় যায়নি।

ওখানে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো পথ হচ্ছে গডসউড থেকে শুরু করে অস্ত্রাগার হয়ে প্রহরীদের সম্মেলনকক্ষ। দুর্গের শুরুটা হয়েছিল ওই স্থান থেকেই, তাই ওটাই দুর্গের সবচেয়ে প্রাচীন জায়গা।

এখন ওটা ইঁদুর আর মাকড়সার আবাস। যদিও পুরনো এই পাথর বেয়ে ওঠার মজাই আলাদা।

কার্নিশে থাকা শেষ মূর্তিটা থেকে লম্বা করে পা বাড়ালেই ভাঙা মিনারটা। এরপর কালো হয়ে যাওয়া পাথর বেয়ে একেবারে চূড়ায় পৌঁছাতে হয়। ওখানে গেলে কাকেরা এসে ভিড় করবে ভুট্টার দানা পাওয়ার লোভে।

ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়নি। রাজার সরকারী তোমার হওয়া উচিৎ।

আমি এমনিতেও এটা চাইনি। তবে আমাদের ভাগ্য যে ভালো, সেটা মানতেই হবে। রাজা নিজের কোন ভাই বা লিটলফিঞ্চারকে এই দায়িত্ব দিতে পারতেন। ওদের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী শত্রুর চেয়ে সম্মানিত শত্রু অনেক ভালো।

একজন পুরুষ ও মহিলা বাবাকে নিয়ে কথা বলছিল।

সে আরও কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছিলো।

কিন্তু রাজা স্টার্কের কথামতো চলবেন, এবং ওর স্ত্রী লেডি অ্যারিনের বোন।

আর লাইসা এখনো তাঁর অভিযোগ নিয়ে এখানে এলো না কেন বুঝলাম না।

লেডি অ্যারিনকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। তাঁর কাছে কোন প্রমাণ নেই... নাকি আছে?

তোমার কি মনে হয় রাজার কোন প্রমাণের দরকার পড়বে? সে এখনো স্টার্কের ওই মৃত বোনের প্রেমে পাগল!

আর কোন লিয়ানার জন্য সে আমাকে দূর সরিয়ে দেবেনা, এর নিশ্চয়তা কি?

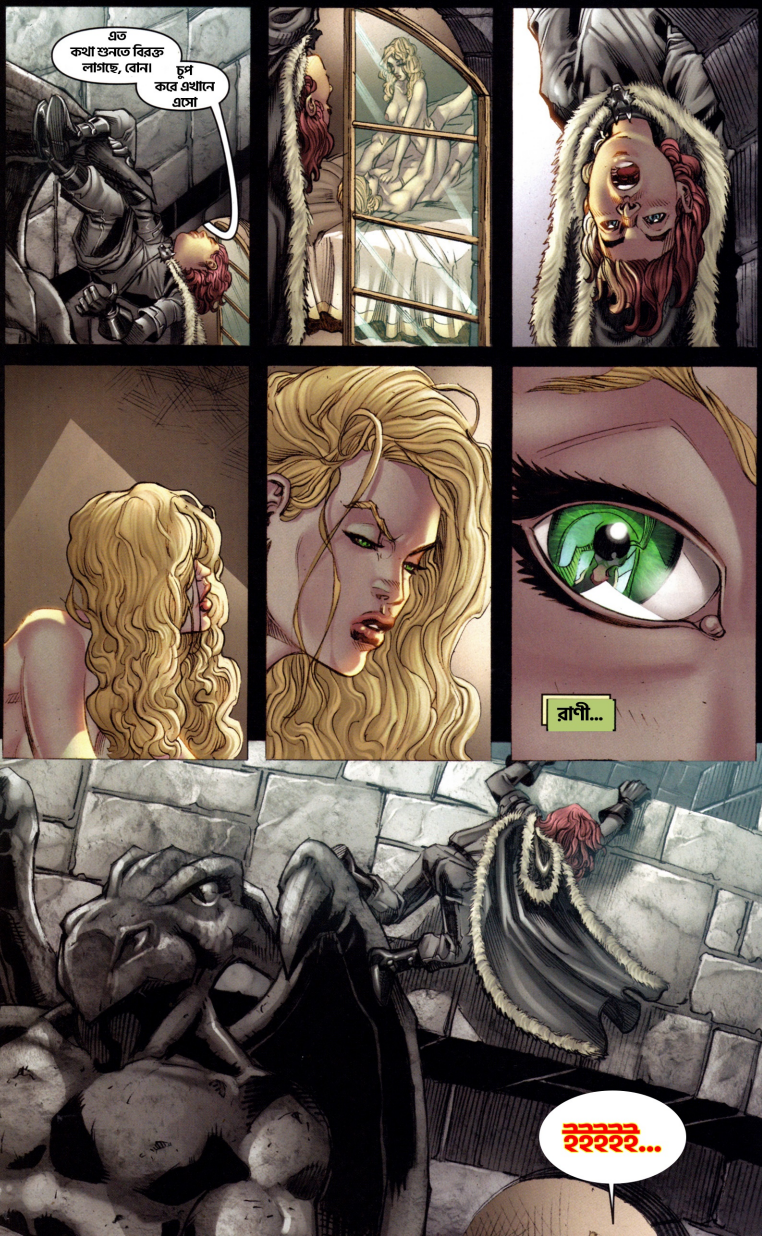
এত কথা শুনতে বিরক্ত লাগছে, বোন। চুপ করে এখানে এসো
রাণী...
হহহহহ...

ও আমাদের দেখে ফেলেছে, ভাই।
আচ্ছা, তাই?
পড়ে যেতে না চাইলে আমার হাত ধরো, পিচ্চি।
এইতো। তুমি তো একটা ছোট বাচ্চা, তাইনা?
হ্যাঁ, স্যার।
মহামান্য লর্ড।
ভালোবাসার জন্যে আমাকে কত কি করতে হয়।

ধরে ঝুলে থাকার মতো কিছুই ছিল না। নিচের মাটি খুব দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।
দূরে কোথাও একটা নেকড়ের ডাক শোনা গেল।
আউউউ...
আর কাকেরা ভাঙা মিনারের চারপাশে ডুটা খাওয়ার জন্য চক্কর খেতে লাগলো।

চারদিন ধরে উইন্টারফেলের নেকড়েগুলো অনবরত ডেকেই চললো।
আউউউউ...
ভোরের আলো জানালা গলে ভেতরে এসে পড়লো, কিন্তু টিরিয়ন ল্যানিস্টারের কাছে ঘুম খুব একটা পছন্দের কিছু না।
আউউউউ...
ছোকরাটার বাঁচার সম্ভাবনা নেই।
তবু ভালো যে চুপচাপ মরে যাবে। গতরাতে আমি একটুও ঘুমাতে পারিনি।
আপনি চাইলে জন্তুটাকে আমি চিরদিনের মতো চুপ করিয়ে দিতে পারি।
একটা কুকুরকে পাঠাবো আরেকটা কুকুরকে খুন করতে!
উইন্টারফেলে এত বেশি নেকড়ে যে একটা কমে গেলে স্টার্করা খেয়ালই করবে না।
আমি এতে দ্বিমত পোষণ করছে, ভাগ্নে। স্টার্করা ছয় এর পরেও গুনতে জানে। যা আমার পরিচিত কোন কোন রাজপুত্রও পারেনা।

বাতাস থেকে অদৃশ্য কণ্ঠ। নিশ্চয়ই প্রেতাত্মা।
এদিকে তাকাও।

ছোট লর্ড টিরিয়ন! ক্ষমা করবেন, আপনাকে আমি দেখতে পাইনি।
আমি এখন তোমার উপহাসের পাত্র হবার মেজাজে নেই, ক্লিগেন।
জফ্রি, তোমার উচিৎ লর্ড ও লেডি এডার্ড এরসাথে দেখা করে তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানানো।

আমার সমবেদনায় কিই বা আসে যায়? ওই স্টার্ক পিচ্চিটা আমার কে?...

আমি মায়ের কাছে বলে দেবো
বলো গিয়ে, কিন্তু আগে লর্ড আর লেডি স্টার্ক এর সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসো। এরপর নিজের দুঃখ প্রকাশ করো এবং বলো তোমার প্রার্থনা তাঁদের সাথে থাকবে।
কি বললাম বুঝেছ?
বুঝেছ?

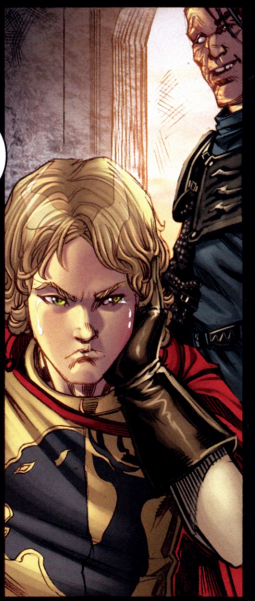

রাজকুমার এই অপমান মনে রাখবে, ছোট লর্ড।
আর ভুলে গেলে ভালো কুকুরের মতো আবার মনে করিয়ে দিও এবার বলো, আমার ভাইকে কোথায় পাব?

"তিনি রাণীর সঙ্গে সকালের খাবার খাচ্ছেন।"
রুটি, ওই ছোট মাছ আর কড়া বিয়ার।
ওহ, আর বেকন। কড়া করে ভাজা।
রবার্ট কি এখনো ঘুমাচ্ছে?
সে রাতে ঘুমায়নি। এখন আছেন লর্ড এডার্ড এর সাথে।

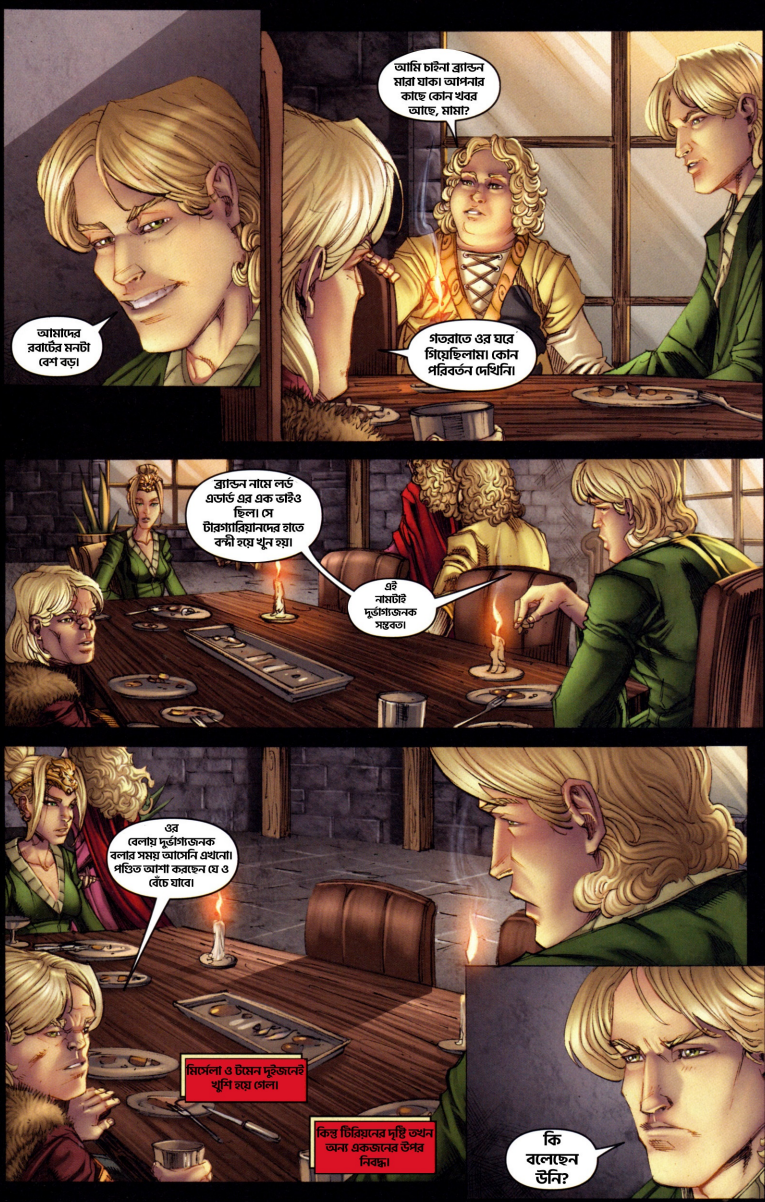
আমি চাইনা ব্রান্ডন মারা যাক আপনার কাছে কোন খবর আছে, মামা?
আমাদের রবার্টের মনটা বেশ বড়।
গতরাতে ওর ঘরে গিয়েছিলাম। কোন পরিবর্তন দেখিনি।
ব্রান্ডন নামে লর্ড এডার্ড এর এক ভাইও ছিল। সে টারগ্যারিয়ানদের হাতে বন্দী হয়ে খুন হয়।
এই নামটাই দুর্ভাগ্যজনক সম্ভবতা
ওর বেলায় দুর্ভাগ্যজনক বলার সময় আসেনি এখনো। পন্ডিত আশা করছেন যে ও বেঁচে যাবে।
মির্সেলা ও টমেন দুইজনেই খুশি হয়ে গেল।
কিন্তু টিরিয়নের দৃষ্টি তখন অন্য একজনের উপর নিবদ্ধ।
কি বলেছেন উনি?

তিনি বলেছেন, ও মারা গেলে এর মধ্যেই মারা যেত।
ও কি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে, মামা?
উঁচু থেকে পড়ে ওর কোমর আর পা ভেঙে গিয়েছে, মামনি। ও এখন শুধু পানি আর মধু খেয়ে টিকে আছে।
জেগে উঠলে ও হয়তো শক্ত খাবার খেতে পারবে, কিন্তু ও আর কখনোই হাঁটতে পারবে না।
জেগে উঠলে?
সে সম্ভাবনা কি বেশি?
সেটা দেবতারাই ভালো বলতে পারবেন। পণ্ডিতমশাই কেবলই তাঁর ধারণার কথা জানিয়েছেন।
"আমি নিশ্চিত যে ওর নেকড়েটাই ওকে বাঁচিয়ে রাখছে। বেচারা দিনরাত ওর জানালার পাশে ডেকেই চলেছে"
"পণ্ডিত বললেন, একবার ওটার চিৎকার থেকে বাঁচতে জানালা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এতে ব্রান আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর জানালা খুলে দেয়ার পর ওর রুৎস্পন্দন আবার জোরালো হয়ে ওঠে।"
আউউউউ..

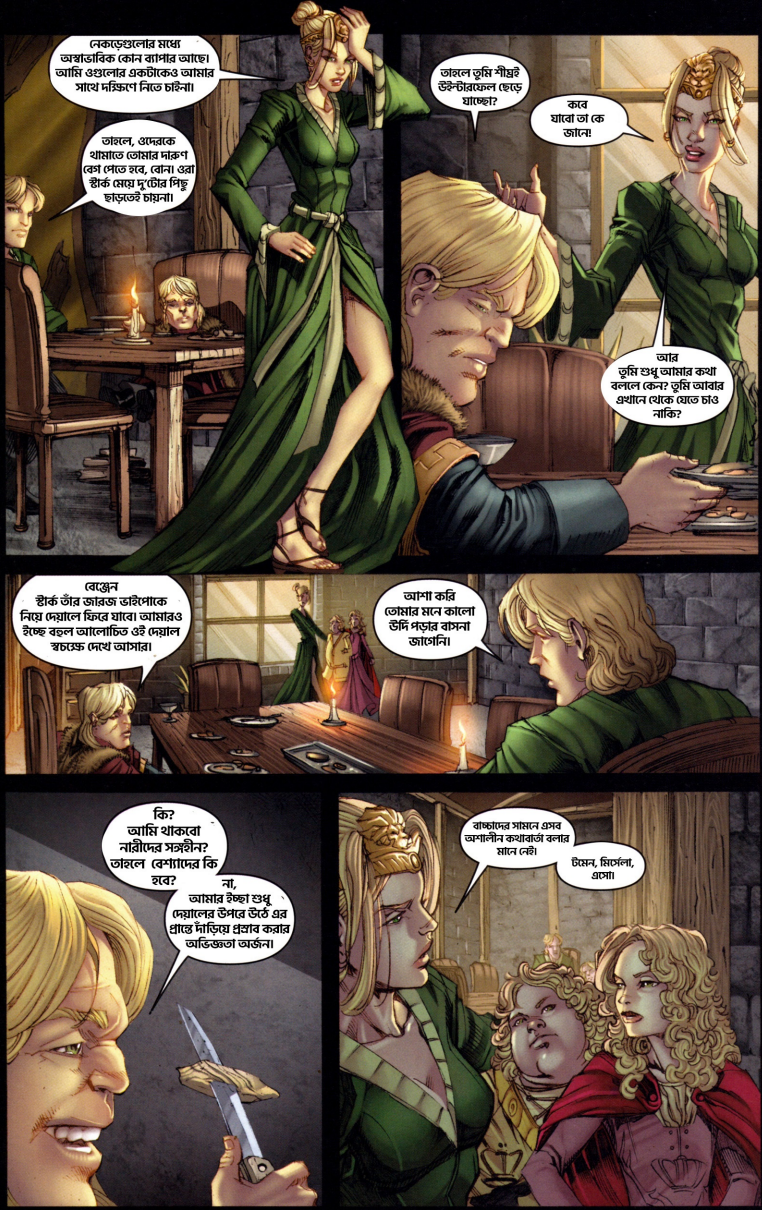
নেকড়েগুলোর মধ্যে অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার আছে। আমি ওগুলোর একটাকেও আমার সাথে দক্ষিণে নিতে চাইনা।
তাহলে, ওদেরকে থামাতে তোমার দারুণ বেগ পেতে হবে, বোন। ওরা স্টার্ক মেয়ে দু'টোর পিছু ছাড়তেই চায়না।
তাহলে তুমি শীঘ্রই উইন্টারফেল ছেড়ে যাচ্ছো?
কবে যাবো তা কে জানে!
আর তুমি শুধু আমার কথা বললে কেন? তুমি আবার এখানে থেকে যেতে চাও নাকি?
বেঞ্জেন স্টার্ক তাঁর জারজ ভাইপোকে নিয়ে দেয়ালে ফিরে যাবে। আমারও ইচ্ছে বহুল আলোচিত ওই দেয়াল স্বচক্ষে দেখে আসার।
আশা করি তোমার মনে কালো উর্দি পড়ার বাসনা জাগেনি।
কি? আমি থাকবো নারীদের সঙ্গহীন? তাহলে বেশ্যাদের কি হবে?
না, আমার ইচ্ছা শুধু দেয়ালের উপরে উঠে এর প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অভিজ্ঞতা অর্জন।
বাচ্চাদের সামনে এসব অশালীন কথাবার্তা বলার মানে নেই।
টমেন, মির্সেলা, এসো।

স্টার্ক
তাঁর অসুস্থ ছেলেকে ফেলে কখনোই উইন্টারফেল ছেড়ে যাবেনা।
রবার্ট
তাঁকে বাধ্য করবেন। ওই ছেলের ব্যাপারে তাঁর হাতে কিছুই করার নেই।
সে ওর যন্ত্রণার অবসান ঘটালেই পারে। ও বাঁচলে ওর পরিণতি পঙ্গুদের চেয়েও বাজে হবে।
এর চেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট মৃত্যু বেশি কাম্য।
পঙ্গু হলেই যে ওর জীবন যন্ত্রণায় ভরে উঠবে এর সাথে আমি একমত নই।
তাছাড়া আমি চাই ও জেগে উঠুক। ওর কথাগুলো আমি শুনতে আগ্রহী।
টিরিয়ন,
প্রিয় ভাই আমার। মাঝেমাঝে আমি বুঝিনা যে তুমি কার পক্ষে।
ভাই
জেইমি, তুমি আমাকে কষ্ট দিলে।
তুমি জানো আমি আমার পরিবারকে কতটা ভালোবাসি।

“আমি ড্যানেরিস স্টর্মবর্ন, ড্রাগনস্টোনের রাজকুমারী।”, এটা বলে নিজেকে সাহস দিলো সে।
তাঁর বিয়ের উৎসব উদযাপনের পুরো সময়টা সে কোনরকমে চিৎকার করে পালিয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখলো।
সে ডথরাকিদের ভয় পাচ্ছিলো। ওদের দেখে তাঁর পাশবিক ও নির্মম মনে হচ্ছিলো। ঠিক যেন মানুষের চর্মাবৃত কোন হিংস্র জন্তু।
কোন উল্টাপাল্টা করলে তাঁর ভাই কি করবে এটা ভেবেও সে ভয় পাচ্ছিলো।
তবে সবচেয়ে বড় ভয় ছিল, তাঁর ভাই যখন আজ রাতে তাঁকে খাল দ্রোগো’র হাতে তুলে দেবে, তখন কি হবে এটা ভেবে।
আমি ড্রাগনের বংশধর।

*
%@#&*
%
সূর্য যখন দিগন্তে ঢলে পড়লো, ঢোলের শব্দ, হৈ-হুল্লোড় আর ভোজের উৎসব হঠাৎ থেমে গেলো। এবার পালা নতুন বউয়ের উপহার পাবার।
আর এরপর তাঁদের বাসর। বিয়ের পূর্ণতা প্রাপ্তির রাত।
এরা কোন সাধারণ দাসী নয়, প্রিয় বোন।
ইরি ও ঝিকুই তোমাকে অশ্বারোহণ ও তথরাকি ভাষা শেখাবে, আর ভোরিয়াহ শেখাবে প্রেমের কৌশল।
ও এতে খুবই পটু, এটা আমি হলফ করে বলতে পারি।
ও রাজকুমারী, আমার মতো গরিব ও নির্বাসিত ব্যক্তির পক্ষে এর চেয়ে বড় ও মূল্যবান কিছু দেয়া সম্ভব না।
ইংরেজিতে লেখা সাত রাজ্যের ইতিহাস ও গান।
ধন্যবাদ, স্যার।
সে জানে যে, ইলিরিওর অনেক দামী কিছু দেয়ার সাধ্য আছে। তাঁকে তথরাকিদের কাছে বিক্রি করে সে প্রচুর ধন অর্জন করেছে।

এছাড়াও সে প্রচুর উপহার পেলো। খাল দ্রোগোর ব্যক্তিগত সহচরেরা তাঁকে অস্ত্র উপহার দিলো, যা ঐতিহ্যগতভাবে তাঁর স্বামী বহন করবে।

অন্য ডথরাকিরা তাঁকে স্যান্ডেল, দামী পাথর, চুলের জন্য রূপার আংটি, সুগন্ধি, রঙিন পোশাক আর এক হাজার ইঁদুরের চামড়া দিয়ে বানানো একটা গাউন।

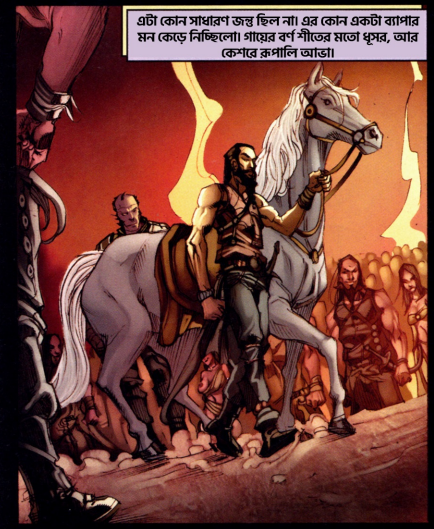
এটা কোন সাধারণ জন্তু ছিল না। এর কোন একটা ব্যাপার মন কেড়ে নিচ্ছিলো। গায়ের বর্ণ শীতের মতো ধূসর, আর কেশরে রুপালি আভা।

কি করবো আমি?
লাগামটা ধরে কিছুক্ষণ চড়ে বেড়ানো বেশিদূর যাওয়া লাগবে না।

সে প্রার্থনা করছিল যাতে পড়ে গিয়ে সবার সামনে একটা বেইজ্জতি না হয়ে যায়। ঘোটকীর পিঠে সে খুবই আলতো করে বসেছিল।
ঘোটকী আলতো পায়ে চলতে লাগলো আর গত কয়েক ঘণ্টায় প্রথমবারের মতো ড্যানি ভয় পেতে ভুলে গেলো।

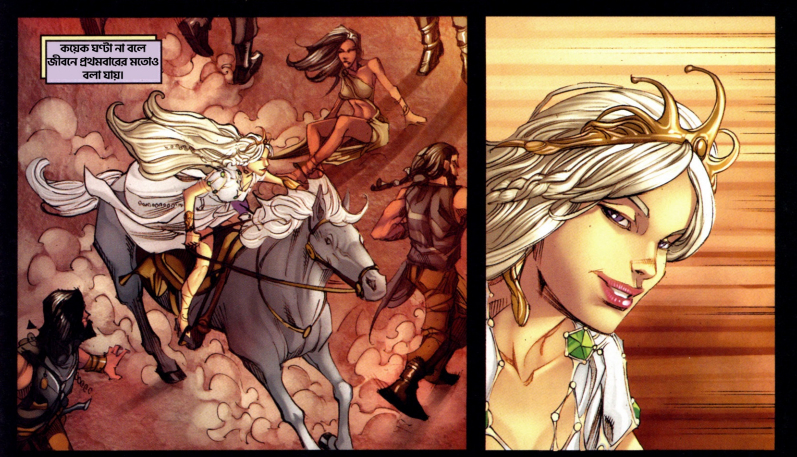
কয়েক ঘণ্টা না বলে জীবনে প্রথমবারের মতোও বলা যায়।

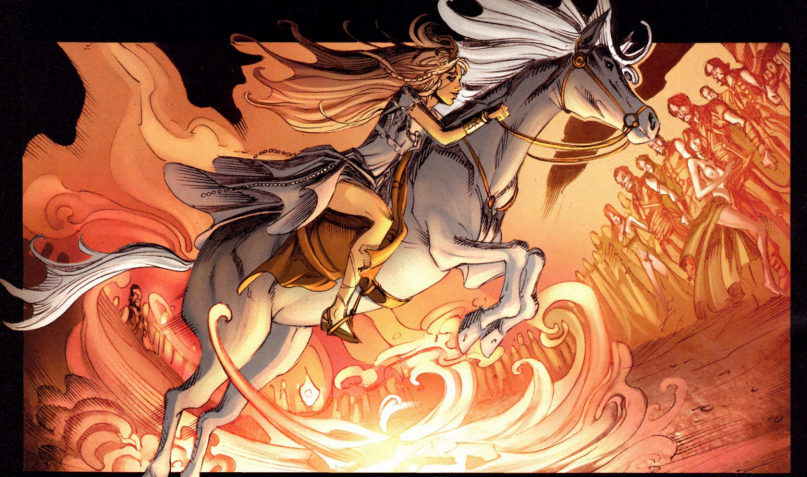

খাল ড্রোগোকে বলো সে আমাকে দুরন্ত ঘাওয়া উপহার দিয়েছে।

সময় হয়েছে, ওর কাছে যাও।
ওকে খুশি করো গিয়ে, মিষ্টি বোন আমার। নইলে আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, এই ড্রাগন এতটাই হিংস্র হয়ে উঠবে যেমনটা সে আগে কখনো হয়নি।
তাঁর মনে আবার ভয় দানা বেঁধে উঠলো।
সে আবার মনেমনে বলে উঠলো, "আমার শরীরে বইছে ড্রাগনের রক্ত।"

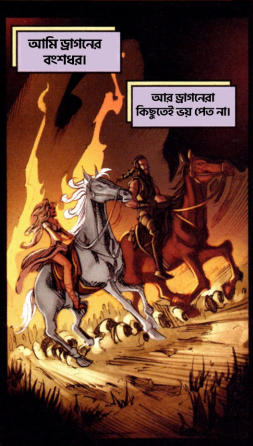
আমি ড্রাগনের বংশধর।
আর ড্রাগনেরা কিছুতেই ভয় পেত না।

সে দ্রোগোর বাহুতে নিজেকে কাঁচের মতো ভঙ্গুর মনে করলো। তাঁর হাত-পা নাড়াবার শক্তি ছিল না।
সে কাঁদতে শুরু করলো।
না।
তুমি কি আমাদের সাধারণ ভাষা পারো?
না।
সম্ভবত ওই একটা শব্দই সে বলতে পারে। যদিও তাঁর ধারণা ছিল সে কিছুই বলতে পারবে না।
তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হওয়ায় কোন কারণে সে আনন্দিত বোধ করলো।

না!
না!

না?
হ্যাঁ।
চলবে...